

ইসলামী বীমার (তাকাফুল) পরিচয়

তাকাফুল আরবী শব্দ। যার অর্থ যৌথ জামিন (Joint Gurantee) এবং পারস্পরিক দায়িত্ববহন, কারো প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব বহন করা। ইসলামী বীমা বুঝাতে তাকাফুল শব্দটি ব্যবহার করা হয়।^১ তাকাফুলের অসুনির্দিষ্ট ধারণা হচ্ছে কোন দল বা সমষ্টির কোন সদস্যের বিপদ আপদ থেকে মুক্ত বা রক্ষা করার জন্য উক্ত দল বা সমষ্টির অন্যান্য সদস্যদের অঙ্গীকার। দলের সদস্যগণ পরস্পরের মধ্যে এই অঙ্গীকার করে যে, যদি কোন সদস্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা বিপদের সম্মুখীন হয় তাহলে অন্য সদস্যরা অর্থ দ্বারা বা অন্য কোনভাবে তার ক্ষতিপূরণ করবে। ইসলামী মূল্যবোধ অনুসারে এর অসুনির্দিষ্ট মূলমন্ত্র হচ্ছে সবার মধ্যে সমতা (Equity) আনয়ন করা। তাকাফুলের মৌলিক চরিত্র হচ্ছে, এ চুক্তি সমবায়, পরস্পর সহযোগিতা, দায়িত্ব ও সুবিধার সমবন্টন নিশ্চিত করে এবং একই সাথে চুক্তির অসুদূরুজ সবার কাছে সবকিছু স্বচ্ছ থাকে।^২

কোরান ও হাদীসে বীমার ভিত্তি

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

“তোমরা সংকাজ ও পরহেজগারীতে পরস্পরের সহযোগিতা করো, তবে পাপ বা অন্যায় কাজে নয়”(সূরা আল-মায়দাহ, আয়াত: ২)।

মহানবী (সঃ) বলেন:

ঈমানদাররা পারস্পরিক ভালবাসা, দয়া ও সহানুভূতির কারণে একটি দেহের মতো, যদি তার কোন একটি অঙ্গ কষ্ট বা আঘাত পায়, তবে পুরো দেহই কেঁপে ও জেগে উঠে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে”(মুসলিম শরীফ)।

“যে ব্যক্তি বিধবা ও দরিদ্র মানুষের তত্ত্বাবধান করে ও তাদের সাহায্যের জন্য কাজ করে সে যেন আলগাচাহর পথে জিহাদকারী ব্যক্তির মতো কিংবা যে ব্যক্তি দিনের বেলায় রোজা রাখে এবং সারারাত নামাজ পড়ে তার মতো”(বুখারী শরীফ)।

ইসলামী বীমায় প্রচলিত বীমায় বিদ্যমান প্রধান তিনটি শরীয়াহ বিরুদ্ধ বিষয়কে দূর করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। এ তিনটি হারাম উপাদান হলো: রিবা (interest), ঘারার (ambiguity), মাইসির (gamble)।

ইসলামী বীমার প্রকরণ

ইসলামী বীমা দুই প্রকার

১. সম্মতি তাকাফুল (সাধারণ বীমা)
২. পারিবারিক তাকাফুল (জীবন বীমা)

সম্মতি তাকাফুল: সম্মতি তাকাফুল প্রকল্পমূলত: স্বল্প মেয়াদের জন্য (সাধারণত এক বছর) যা নবায়নযোগ্য পরস্পর সহযোগিতার একটি চুক্তি যার শর্ত হচ্ছে অংশ গ্রহীতাদের (বীমা গ্রহীতা) কারো কোন ক্ষতি হলে তার ক্ষতিপূরণের জন্য পরস্পরের স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গীকার এবং লাভ বা লোকসান হলে তা পরস্পরের মধ্যে ভাগাভাগি করা। এই চুক্তি অনুসারে পরস্পর সংগঠিত দল বা গোষ্ঠীর কোন সদস্যের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির কোন আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতি সাধিত হলে অন্য সদস্যরা উক্ত ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার করে।^৩

সম্মতি তাকাফুলকে ৫ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

- ক. অগ্নি তাকাফুল
- খ. দুর্ঘটনা ও বিবিধ তাকাফুল
- গ. নৌ-তাকাফুল
- ঘ. ইঞ্জিনিয়ারিং তাকাফুল
- ঙ. মটর তাকাফুল

পারিবারিক তাকাফুল: পারিবারিক তাকাফুল প্রকল্পে অংশগ্রহণের জন্য একজন ব্যক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

- ক) অবসরকালীন আর্থিক নিরাপত্তা বা দীর্ঘ মেয়াদী সম্ভাব্য আর্থিক অনটন মেটানোর জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদে নিয়মিত সঞ্চয় করে।
- খ) শরীয়াহ নীতি অনুসারে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে বিনিয়োগ করা এবং ভবিষ্যতের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে সঞ্চয় করা।
- গ) অংশগ্রহীতার তাকাফুল প্রকল্পের নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে মৃত্যু হলে উত্তরাধিকারীদের জন্য যৌথ আর্থিক প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক নিরাপত্তা বিধান।^৪

ইসলামী বীমার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ইসলামী বীমা গুরুত্বপূর্ণ ঠিক কখন থেকে হয়েছে তা নির্দিষ্টভাবে বলা খুব কঠিন। তবে ইসলামী চিন্তাভাবনা অনেক গবেষণার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্মের পূর্বে থেকেই আরবদেশে বীমার ন্যায় আর্থিক ক্ষতিপূরণ দানের একপ্রকার প্রথা প্রচলিত ছিল। নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারগণকে যে ব্যক্তি খুন করত তার আত্মীয়স্বজন মিলে রক্ত মূল্য বাবদ কোন মূল্যবান জিনিস দ্বারা ক্ষতিপূরণ দিতে হত। হত্যাকারীর পৈতৃক আত্মীয়স্বজনকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হত। এ ধরনের দলভুক্ত সবাই মিলে চাঁদা প্রদান করার রীতিকে আধুনিক বীমার প্রিমিয়ামের সাথে তুলনা করা যায় এবং আল-আকিলার অধীনে ক্ষতিপূরণ প্রথার সাথে তুলনা করা যেতে পারে।^৫

স্বয়ং রাসুল পাক (সা:) আকিলা প্রথাকে স্বীকৃতি ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন, হাদীসে এসেছে:

“হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত একদা দুইজন মহিলার মধ্যে ঝগড়া হয় এবং এক পর্যায়ে তাদের একজন অন্যজনের দিকে পাথর ছুড়ে মারে এবং এতে মহিলার মৃত্যু হয় ও মহিলার গর্ভে সন্তানও নিহত হয়। নিহত মহিলার উত্তরাধিকারীগণ হযরত নবী করীম (সা:) এর নিকট বিচার প্রার্থনা করলে তিনি রায় দেন যে, গর্ভের সন্তান নিহতের ক্ষতিপূরণ বাবদ একজন দাসকে মুক্ত করতে হবে এবং নিহত মহিলার জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ রক্তমূল্য দিতে হবে যা হত্যাকারী মহিলার আত্মীয়স্বজন মিলিতভাবে পরিশোধ করবে।”^৬

হযরত মুহাম্মদ (সা:) ৬২২ খৃষ্টাব্দে মদিনায় হিজরত করার পর মুসলিম বিশ্বের প্রথম সংবিধান তৈরী করেন। এই সংবিধান মদিনার জনগণের অর্থাৎ মুহাজিরিন, আনসার ইহুদী এবং খৃষ্টানদের মাঝে প্রযোজ্য ছিল। এই সংবিধানে এক ধরনের সামাজিক বীমার প্রচলন করা হয় যা নিম্নবর্ণিত তিন প্রকারের।

(ক) আল-দিয়া নীতি প্রচলনের মাধ্যমে:

মদিনা সংবিধানের ৩ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, “কোরায়েশদের মধ্যে থেকে অভিবাসীগণ তাদের কথার মূল্য রাখবে এবং পরস্পরের সহযোগিতার মাধ্যমে রক্তমূল্য পরিশোধ করবে”।

(খ) ফিদা (মুক্তিপন) পরিশোধের মাধ্যমে:

মদিনা সনদে বলা হয়েছে যে, “কোরায়েশদের মধ্যে থেকে অভিবাসীগণ যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির জন্য মুক্তিপন দিতে নীতিগতভাবে দায়ী থাকবে যাতে করে ন্যায় ও কল্যাণের ভিত্তির ওপর বিশ্বাসীদের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয়।”

(গ) সামাজিক বীমা পদ্ধতি:

এ ছাড়াও মদিনা সংবিধানের ৪নং থেকে ২০ নং ধারায় উল্লেখ্য যে, সমাজে রক্ষণ, দরিদ্র এবং অতীবী জনগনের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্য পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার হস্তক্ষেপসারিত করতে হবে।

হযরত ওমর (রা.) প্রত্যেক জেলায় মুজাহিদিন দিওয়ান প্রতিষ্ঠা করেন এবং দিয়ান-এ যাদের নাম অন্ডুর্জু ছিল তাদের নিজ গোত্রের মধ্যে কাউকেও হত্যা করা হলে তার উত্তরাধিকারীগণকে পরস্পরের সহযোগিতার মাধ্যমে রক্তমূল্য পবিশোধের অঙ্গীকারাবদ্ধ করা হয়েছিল।^{১৮}

কাজের নিয়ম মতবাদ

মালাবার এবং চায়নার বন্দর নগরীতে ১৪শ থেকে ১৭শ শতাব্দীতে কাজের নিয়ম নামক সুফি মতবাদ প্রচলিত ছিল। ব্যবসায়ীগণ সমুদ্রযাত্রার পূর্বে একটি স্মারকলিপিতে এ মর্মে দস্তখত করত যে, গন্ডুজ স্থানে নির্বিঘ্নে পৌঁছার পর একটি নির্দিষ্ট অর্থ কাজের নিয়মকে পরিশোধ করা হবে।^{১৯}

প্রথম আইনগত ভিত্তি

উনিশ শতাব্দীতে ইবনে আবেদিন (১৭৮৪-১৮৩৬) নামক একজন হানাফী আইনজ্ঞ বীমার আইনগত ভিত্তি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেন।

আধুনিক যুগে ইসলামী বীমার প্রসার: বিংশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ আইন বিশারদ মুহাম্মাদ আব্দুল মুসলমানদের কাছে বীমা ব্যবসাকে বৈধ প্রমাণে বহুযুক্তি ও আইনগত ভিত্তি উল্লেখ করেন। ১৯৭৬ সালে মক্কায় ইসলামী অর্থনীতি শীর্ষক সম্মেলনে প্রচলিত বীমার ৩ টি নিষিদ্ধ বিষয় থাকায় তা মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বলে সুপারিশ করা হয়।

যেমন-(ক) আল-ঘারার (অনিশ্চয়তা)

(খ) আল-মাইসির (জুয়া)

(গ) আল-রিবা (সুদ)

অতঃপর ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক ২২ জানুয়ারী ১৯৭৯ সালে সুদানের রাজধানী খার্তুমে “ইসলামিক ইন্সুরেন্স কোম্পানী” প্রতিষ্ঠা করে। অতঃপর ১৯৮৪ সালে ইসলামী বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মালয়েশিয়ার পার্লামেন্ট তাকাফুল এ্যাক্ট ১৯৮৪ প্রবর্তন করে। আশির দশকে বাংলাদেশেও ইসলামী বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য চিন্তাভাবনা শুরু

হয়। অতঃপর ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৯ সনে “ইসলামী ইন্সুরেন্স বাংলাদেশ লি:”, “ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্সুরেন্স কো:লি:” ও “তাকাফুল ইসলামী ইন্সুরেন্স কো:লি:” সনদ প্রাপ্ত হয়। পারিবারিক তাকাফুলের জন্য ২০০০ সালে “ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স কো: লি: এবং প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স কো:লি: আত্মপ্রকাশ করে। অতঃপর প্রচলিত ধারায় কতিপয় বীমা কোম্পানী তাকাফুলের ধারায় ডিভিশন খুলে এবং ২০০৮ সালে “পদ্মা লাইফ ইন্সুরেন্স কো:লি:” ইসলামী বীমায় পরিণত হয়।^{২০}

ইসলামী বীমার প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী বীমায় গৃহিত প্রিমিয়ামকে ২টি ভাগে রাখা হয়। একটি গ্রাহকের হিসাব, অন্যটি তাবার বা দানের ফান্ড। সমস্ত প্রিমিয়ামের অর্থসহ কোম্পানীর সমুদ্র অর্থ মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা হয়। গ্রাহকের ঝুঁকি মোকাবেলায় তাবার ফান্ড হতে সহায়তা করা হয়। আর মোয়াদ পূর্তির পরে সে কোনভাবে আক্রান্ত হলেও তার প্রিমিয়ামের টাকা এরং মুদারাবা বিনিয়োগের লাভসহ ফেরৎ পাবে। এবার আমরা আলোচনা করব ইসলামী বীমার প্রয়োজনীয়তা:

একজন গৃহস্থ ঘরবাড়ি নির্মাণ করে পরিবার পরিজনসহ শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। তার মনে হঠাৎ আশংকা জেগে উঠে যে, হঠাৎ করে আশুপন লেগে যদি ঘরবাড়ি জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যায় তাহলে সে তো পরিবারবর্গ নিয়ে কঠিন বিপদে পড়ে যাবে। তার এতটা নিশ্চয়তা পাওয়া জরুরী হয়ে পড়ে যে, সে নিম্নতম আশ্রয় প্রয়োজন থেকে নিশ্চয়ই বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হবে না। বিদেশে সামুদ্রিক পথে পণ্যবাহী জাহাজ ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা করে যারা এবং সেই জাহাজে করে পণ্যের আমদানী ও রপ্তানী বানিজ্যে যারা লিপ্ত, তাদের উভয়ে শ্রেণীর লোকদের মনে একটা তীব্র আশংকা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যে, এ জাহাজ যদি ডুবে যায়, তাহলে জাহাজ মালিকের জীবন যেমন সমুদ্রের গভীর জলে নিমজ্জিত হবে, তেমনি আমদানী রপ্তানী ব্যবসায়ীরাও সমানভাবে সর্বহারা হয়ে যাবে। যতই বিপদ আসুক তারা মৌল রিষিক হতে বঞ্চিত হবে না। যদি এ আস্থা ও বিশ্বাস পূর্বাহ্নই তাদের মনে না জাগে অন্ডুত তা জেগে ওঠার মত তারা কিছুই না পায়, তা হলে তাদের পক্ষে কোটি কোটি টাকায় নির্মিত জাহাজ এবং আরো বহু কোটি টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য উত্তাল তরঙ্গসংকুল সমুদ্রের পথে পাঠানো খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মনস্তাত্ত্বিকভাবেই তার সম্মুখবর্তী কাজে তার হাতে মজুদ সব শক্তি ও সম্পদ বিনিয়োগ করা তার পক্ষে সহজ হতে পারে না। যদি তা নাই হয় তাহলে এ সভ্যতা আলোকমন্ডিত দুনিয়ার অবস্থাতিকে কি দাঁড়াবে? আমরা এ মুহূর্তে যারাই দুনিয়ায় বেটে আছি এবং যে যে কাজই করি আমাদের সকলের মনেই এ প্রশ্ন তীব্রভাবে জেগে আছে এবং আমাদের মন-মগজ, কর্মশক্তি ও স্বাস্থ্য কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। এ ধরনের চিন্তা কঠিনভাবে উদ্ভিগ্ন ও ভারাক্রান্ত আমাদের এ দুনিয়ায় মানুষকে কর্মতৎপর রাখা ও শান্তি ও সুখে জীবন যাপনের সুযোগ পাওয়ার জন্য মৌল রিষিকের ব্যাপারে নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার আশ্বাস পাওয়া ও দেয়া একান্তই আবশ্যিক।^{২১} মৌল রিষিকের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা প্রয়োজনে যে আশ্বাসবানী শ্রবণ জরুরী, সেই আশ্বাসবানী শোনাতেই সনাতনী অসংখ্য ধরনের সংস্থা ও ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছে। প্রয়োজনেই আবিষ্কারের মৌল কারণ। কিন্তু সনাতনী এসব সংস্থাগুলোতে রয়েছে মনুষ্যত্ব ও আদর্শবাদিতা বিরুদ্ধ কতিপয় উপাদান। এ উপাদান মুক্ত সংস্থা হিসাবে ইসলামী বীমার আবির্ভাব।

দুর্দশা দূর করার ব্যাপারে হাদীসে এসেছে- “হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন যিনি একজন বিশ্বাসীর পার্শ্ববর্তী দুঃখ দুর্দশা মোচন করবেন আল্লাহ তায়ালা শেষবিচারের দিন তার একটি দুর্দশা লাঘব করবেন। যিনি কোন দুঃখী মানুষের সমস্যা দূর করবেন আল্লাহ তায়ালা তার এই দুনিয়ায় এবং আখেরাতের দুর্দশা মোচন করবেন। (মুসলিম)^{১২}

অন্য একটি হাদীসে এসেছে:

হযরত সাফওয়ান বিন সালিম (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল (সা.) বলেছেন, যিনি বিধবার এবং দরিদ্রের প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং তাদের জন্য কাজ করেন তিনি আল্লাহ তায়ালায় জন্য যুদ্ধকারী যোদ্ধার সমতুল্য অথবা যিনি দিনে রোজা রাখেন এবং সমস্ত রাত্রি এবাদত করেন তার সমতুল্য। (বুখারী)^{১৩}

অন্য একটি হাদীসে এসেছে:

আমর বিন সাইদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত তোমার জন্য এটাই উত্তম যে তোমার ছেলেমেয়েদেরকে দরিদ্র না রেখে সম্পদশালী রাখবে যেন তাদেরকে অন্যের কাছে হাত পাতে না হয়। (বুখারী)^{১৪}

বাংলাদেশে ইসলামী বীমা

১৯৯৯ সালে সরকার ইসলামী নামকরণ এবং মেমোরেণ্ডাম অব আর্টিকেলস এ শরীয়াহ কাউন্সিল এর তত্ত্বাবধানে দেশে ইসলামী জীবন বীমা ও ইসলামী সাধারণ বীমা প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২০০০ সালে জীবন বীমায় ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স কোং. লি: এর কার্যক্রম শুরু করে। অপরদিকে সাধারণ বীমায় ইসলামী ইন্সুরেন্স বাংলাদেশ লিঃ তাকাফুল ইসলামী ইন্সুরেন্স ও ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্সুরেন্স কোং. লি: তাদের কার্যক্রম শুরু করে। জীবন বীমার ক্ষেত্রে ফারইস্ট ইসলামী জীবন বীমা কোম্পানী হিসেবে প্রথম। অবশ্য এর আগে হোমল্যান্ড লাইফ ইন্সুরেন্স তাকাফুল উইং নামে ইসলামী বীমার কার্যক্রম শুরু করে। এরপর পূর্ণাঙ্গ ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স হিসেবে প্রাইম ইসলামী ইন্সুরেন্স লি: গঠন ও পরিচালনা শুরু করে ২০০২ সালে। এরপর বেশ কয়েকটি কোম্পানী তাদের প্রকল্প হিসেবে তাকাফুল বা ইসলামী বীমা প্রকল্প নামে এর কার্যক্রমকে অর্ডুভুক্ত করেছে। যেভাবে কিছু Conventional Bank তাদের ব্যাংকের শাখাকে Islamic banking শাখা হিসেবে পরিচালনা করেছে। ইন্সুরেন্স কোম্পানীগুলোও তাদের কোম্পানীর অংশ হিসেবে ইসলামী তাকাফুল বা ইন্সুরেন্স নামে প্রজেক্ট খুলে ইসলামী বীমার কার্যক্রম শুরু করে। তবে এগুলো সবই জীবন বীমার ক্ষেত্রেই হয়েছে। ইতোমধ্যে সাধারণ বীমার বেশ কয়েকটি কোম্পানী এ ধরনের ইসলামী বীমার প্রজেক্ট বা wing খুলেছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন

সাধারণত অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্বারা দেশের জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয়, উৎপাদন ক্ষমতা ও জীবনযাত্রার মানের ক্রমোন্নতির প্রক্রিয়াকে বুঝায়। পুঁজিগঠন অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে বুঝায় উন্নয়নশীল দেশের সামাজিক ও অর্থনীতিকে উন্নত স্তরের নিয়ে যাওয়া। প্রকৃত জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধিকেই উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।^{১৫}

দেশের জাতীয় আয়ের বিভিন্ন খাতের অবদান থেকে অর্থনীতিতে কোনখাতের অবদান কতটুকু তা নির্ণয় করা যায়। উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত বিভিন্ন উপাদানের অর্জিত মোট আয়কে জাতীয় আয় বলে।^{১৬}

মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) একটি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে এক বছরের যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন হয় তার আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) বলে।^{১৭}

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন

বিশ্ব অর্থনীতির ভয়াবহ মন্দায় ২০০৯ সালে বিশ্ব (GDP) দাঁড়িয়েছে -১.১% এ, বিশ্ব আমদানী ০.৫%, বিশ্ব রপ্তানী ১.৯%। সেখানে বাংলাদেশ ২০০৯ সালে (GDP) দাঁড়িয়েছে ৫.৪% এ (FY'09-5.9%) আমদানী ২০,২৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, রপ্তানী ১৫,৫৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, আমদানী প্রবৃদ্ধি ৪.১৬% এবং রপ্তানী প্রবৃদ্ধি ১০.৩০%।^{১৮}

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী বীমার অবদান:

সরকারি সাধারণ বীমা ও জীবন বীমা কর্পোরেশন সহ বর্তমানে দেশে ৬৩ টি বীমা কার্যরত। এর ৪৩টি সাধারণ বীমা ও ২০টি জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান। ৩ টি সাধারণ বীমা ও ৩ টি জীবন বীমা ইসলামী প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়াও পপুলার লাইফ, মেঘনা লাইফ ও সন্ধানী লাইফ প্রমুখ কোম্পানী ইসলামী বীমার ডিভিশন খুলেছে।^{১৯}

M.N Mishra এর মতে For the economic growth of the country insurance provides strong hand and mind protection against loss of property.

২০০৪-০৫ আর্থিক বছরের ০.৪ ভাগ বীমা খাতে হতে এসেছে, এবং এই ব্যবসার প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.৬%।^{২০} বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের সপ্তম।^{২১} এদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট, তাই এ দেশে ইসলামী বীমাসমূহ প্রভূত উন্নতি, অগ্রগতি ও ভূমিকা রেখে চলেছে। এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী বীমার অবদান উল্লেখযোগ্য তা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

১. সঞ্চয় বৃদ্ধি : জীবন বীমা সমাজের সব শ্রেণীর মানুষকে বীমাপত্র খুলতে উৎসাহিত করে। ফলে তাদের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। ফারইস্ট লাইফ ইন্সুরেন্স ২০০৯ সালে ৫,৭১,৩৫৪ জন গ্রাহক থেকে ৬৩১.১৫ কোটি টাকার প্রিমিয়াম অর্জন করেছে।^{২২} প্রাইম ইন্সুরেন্স ১৪১.৪৭ কোটি টাকা অর্জন করেছে।^{২৩}

২. ঝুঁকি বন্টন : এদেশের মানুষের আর্থিক সঙ্গতি কম হওয়ায় সামান্যতম ঝুঁকি বহন করাও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। বীমা ব্যবস্থার ফলে ঝুঁকি সব গ্রাহকদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হয়। ফলে ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং নিশ্চিন্দে নিজেদের ভাগ্যের উন্নতি করতে পারে। ইসলামী কোম্পানীসমূহ এ বিষয়ে গ্রাহকদের আস্থা অর্জন করেছে, ফলে ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠান গুলো এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। ২০০৮ সালে ইসলামী ইন্সুরেন্স বাংলাদেশ লি: ১৪.৭ কোটি টাকার রেভিনিউ অর্জন করেছে।^{২৪}

৩. পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগ: অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলশক্তি হলো পুঁজি। দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের দ্বারা দেশের সামগ্রিক উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফারইস্ট ইসলামী লাইফ

ইস্যুরেন্স ২০০৯ সালে বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক সমূহে ৫,৪২৬,৮৭৫.৯৭২ টাকা মেয়াদী বিনিয়োগ করেছে^{২৫} এবং প্রাইম লাইফ ইস্যুরেন্স ৮,৯০৭,৭৬১,০৭৯ টাকা মেয়াদী বিনিয়োগ করেছে।^{২৬}

৪.জাতীয় সম্পদ রক্ষা: বীমা দেশের বিভিন্ন সম্পদ ও সম্পত্তির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি যাতে না হয় তার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। ইসলামী বীমা কোম্পানী ও গ্রাহকদের মাঝে আলগাচার কাছে জবাব দিহিতার অনুভূতি কার্যরত থাকায় তারা ইচ্ছাকৃত সম্পদের ক্ষতি ও অপচয় ঘটায় না এবং বাড়িয়ে কমিয়ে ক্ষতি নির্ধারন করতে প্রলুদ্ধ হয় না।

৫. শিল্পায়ন: ইসলামী বীমাসমূহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগে অংশ গ্রহন করে। প্রাইম ইসলামী লাইফ ইস্যুরেন্স ২০০৯ সালে ৪১১,৫৪৭,৬০১ টাকা এবং ফারইস্ট লাইফ ইস্যুরেন্স ৪৯৯,১৬৫,৩৩৪ টাকা বিনিয়োগ করেছে যা শিল্পায়নে সহায়তা করেছে।^{২৭}

৬.সামগ্রিক উন্নয়ন: ইসলামী বীমা সমাজ জীবনের নিরাপত্তা, কারবারে হ্রাস, সঞ্চয় বৃদ্ধি, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে দেশের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বানিজ্যের বিকাশ ঘটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। ইসলামী ইস্যুরেন্স বাংলাদেশ লি: ২০০৮ সালে বিভিন্ন খাতে মোট প্রিমিয়াম অর্জন করে ২৩২,৬৩০,৪৭৪ টাকা যা থেকে ৬৬,৬৪৩,০৯৮ টাকার দাবী নিষ্পত্তিতে ব্যয় করেছে।^{২৮}

৭.মুদ্রাস্ফীতি রোধ: বাজারে অর্থের সরবরাহ বেড়ে গেলেই মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়। ইসলামী বীমা গ্রাহকদের থেকে প্রিমিয়াম সংগ্রহের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করতে সহায়তা করেছে।

৮.কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি: ইসলামী বীমাসমূহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে। প্রাইম লাইফ ইস্যুরেন্স এর মোট কর্মকর্তা ১,১৩২ জন এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ের মাঠ কর্মী ৫৩,৯৯৮জন।^{২৯} ২০০৯ সালে ফারইস্ট লাইফ ইস্যুরেন্স ৯৪৩ অফিসের মাধ্যমে কাজ করছে এতে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।^{৩০}

৯.মাথাপিছু আয় ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি: ইসলামী বীমা যেমনি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে তেমনি ঋকি হ্রাসের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় করে। বিনিয়োগকৃত অর্থ দেশে প্রচুর শিল্প গড়ে উঠে। এতে জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়।^{৩১} এবং ২০০৯ সালে ফারইস্ট লাইফ ইস্যুরেন্স ৫১১,১০৫,০১৩ টাকা বিভিন্ন খাতে ব্যয় করেছে এ ছাড়া ১৭৫,৭১৬,৪৮৩ টাকার কমিশন প্রদান করেছে যা জাতীয় আয়ে ভূমিকা রাখছে।

১০. অদৃশ্য রপ্তানী আয় বৃদ্ধি: ইসলামী বীমা সমূহ রপ্তানীর জন্য যে বীমা প্রিমিয়াম আদায় করে তা রপ্তানী পণ্যের সাথে যোগ করে মূল্য নির্ধারন করা হয় তাই আয় বৃদ্ধি পায়।

রাজস্ব বৃদ্ধি: ইসলামী বীমা কোম্পানীসমূহ জনগনের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে প্রিমিয়ার আদায় করে এবং তা বিনিয়োগ করে এ বিনিয়োগের আয় সহ বিভিন্ন ট্যাক্স ও ভ্যাট সরকারের রাজস্ব আয়ের বৃদ্ধি ঘটায়। তদুপরী ইসলামী বীমা কোম্পানী গুলোর ফাঁকিদেওয়ার মানসিকতা কম থাকে। ইসলামী ইস্যুরেন্স বাংলাদেশ লি: ২০০৮সালে ৩০,৮৮৮,২৭৩ টাকা রাজস্ব দিয়েছে।^{৩২} ২০০৯ সালে ফারইস্ট লাইফ ইস্যুরেন্স মোট ২৭৮,২৪৮,৪৯৭ টাকা রাজস্ব জমা দিয়েছে।^{৩৩}

বর্তমান যুগ শিল্প বিপ্লবের যুগ। তাই এ যুগের গোটা সমাজ ও সভ্যতা শিল্পোন্নতির উপর একান্দ্র নির্ভরশীল। শিল্পোৎপাদনমূলক ব্যবসায় বিচিত্র ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকে যাতে জীবন ও সম্পদের সমূহ ক্ষতির আশংকা বিরাজমান। ইসলামী বীমা পারে মানুষের মাঝে ক্ষতির আশংকা হ্রাস করে শিল্পোৎপাদনে উৎসাহিত করে। এবং দেশ ও জাতীয় উন্নয়নে প্রভূত কল্যাণ ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে।

তথ্যসূত্র

- ^১ কাজী মো: মোরতুজা আলী, ইসলামী জীবন বীমা বর্তমান প্রেক্ষিত, ঢাকা:বাংলাদেশ ইনস্টিটিউশন অব ইসলামিক থ্যাট, ২০০৯, পৃ-২৩২।
- ^২ এ.বি এম, নুরুল হক, ইসলামী বীমা (তাকাফুল), ঢাকা:হাজেরানুর, ২০০২, পৃ-৩০।
- ^৩ প্রাগুক্ত।
- ^৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।
- ^৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।
- ^৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।
- ^৭ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারী, সহীহ আল বুখারী, মাওলানা আফলাতুন কায়সার ও অন্যান্য অনুদিত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, কিতাবুত দিয়াত, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৭ হাদীস নং ৬৪২৫ পৃ. ২৩৬।
- ^৮ নুরুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।
- ^৯ নুরুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।
- ^{১০} নুরুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।
- ^{১১} মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ২৩৬।
- ^{১২} Mohammad Masum Billah, *Applied Takaful and Modern Insurance Law & Practice Malaysia: Sweet & Maxwell Asia (Malaysia)2007,P.12*
- ^{১৩} প্রাগুক্ত, পৃ. -১৫।
- ^{১৪} ইমাম বোখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।
- ^{১৫} আনিসুর রহমান, আধুনিক অর্থশাস্ত্র, ঢাকা: প্রগতি পাবলিশার্স, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৯-১০।
- ^{১৬} আনিসুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৫।
- ^{১৭} আনিসুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।
- ^{১৮} বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরো, *Statistical year book of Bangladesh 2008* ঢাকা: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরো ২০০৯, পৃ. ৩৯৮-৯৯।
- ^{১৯} বাংলাদেশ ব্যাংকের, *বার্ষিক রিপোর্ট ২০০৮-০৯*, ঢাকা:বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০, পৃ. ৫।
- ^{২০} ফারইস্ট ইসলামী লাইফ বার্তা, ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঢাকা: ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইস্যুরেন্স কোম্পানী লি: ২০০৯ পৃ. ০১।
- ^{২১} আজিজ আহমেদ সাদেক রেজা ও এম, এ,কালাম, বীমা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ঢাকা:কমার্স পাবলিকেশন, ২০০৮, পৃ. ২০।
- ^{২২} প্রফেসরস সম্পাদনা পরিষদ, *নতুন বিশ্ব*, ঢাকা: প্রফেসরস প্রকাশন, ২০১০, পৃ. ১২ (বাংলাদেশ বিষয়াবলী)
- ^{২৩} ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইস্যুরেন্স *Annual Report 2009*, ঢাকা: ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইস্যুরেন্স কোম্পানী লি: ২০১০ পৃ:৪৯।
- ^{২৪} প্রাইম ইসলামী লাইফ ইস্যুরেন্স *Annual Report 2009*, ঢাকা: প্রাইম ইসলামী লাইফ ইস্যুরেন্স লি: ২০১০, পৃ. ৩৭।